بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন – ১৩

পরিবেশনায়

জুমাদাল আখিরাহ || ১৪৩৮ হিজরী

"তোমাদের ভালোবাসার বস্তু থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত, কিছুতেই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না । আর তোমরা সত্য সহকারে যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন।"

সোমালিয়াতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ চলাকালীন সময়ে, দখলদার আফ্রিকান সেনাবাহিনী কিংবা পশ্চিমা দেশগুলো হতে সেখানকার জনগণের জন্য কেউ এক লোকমা পরিমাণ খাবারও পাঠায়নি যা দিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করা সম্ভব। এমনকি তাদের পক্ষ হতে এক ফোটা পানিও কেউ পায়নি যা দিয়ে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করবে। অথচ এরাই আবার দাবি করে থাকে যে, তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্ত করে নিরাপদ, স্বচ্ছল ও সুন্দর জীবন উপহার দেবে। একই সাথে আপনারা হারাকাত আশশাবাবের মুজাহিদিনদের বেলায় দেখতে পাবেন যে, তারা দক্ষিণ সোমালিয়ার হিরাণ, মধ্য সাবেলী, নিম্ন সাবেলী, বায় ও বাকুল এবং জিদো প্রভৃতি এলাকা এবং মুদুগ প্রদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মুসলিমদের সাহায্যার্থে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার ক্যাম্পেইনের আয়োজন করছে। একই সাথে তারা ত্রাণ ও খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখে। মধ্য সোমালিয়ায় মুদুগ অঞ্চলের গালকায়ো শহরে হারাকাত আশশাবাবের মুজাহিদগণ হাজার হাজার দুর্ভিক্ষ কবলিত পরিবার এবং নিম্ন সাবেলীর ইসলামিক প্রদেশে অবস্থানরত হারাকাত ও কংগোর শত শত পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। তারা এই ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত রাখে যতক্ষণ না তা সকল দুর্দশাগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছে। কিন্তু স্থানীয় মুরতাদ সরকার ও তাদের ক্রুসেডার জোট এসব মুজাহিদিনদের উগ্রপন্থী ও জনগণবিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করে।

হে আমার সোমালিয়ার নিরীহ ভাইরা! আজ এই মর্মান্তিক মুহূর্তে তাদের অভিযোগ ও সত্যবাদিতার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ সময়কালীন এই নাজুক পরিস্থিতে, বিগত কয়েক বছর যাবত এবং এখনো আপনারা আপনাদের মুজাহিদিন সন্তান ও ভাইদের সততা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। অন্যদিকে, এজেন্ট সরকার আপনাদেরকে দখলদার জাতিগুলোর হাতে ছেড়ে দিয়েছে যারা কেবলমাত্র আপনাদের দুর্ভোগই বৃদ্ধি করছে। যেমন, ইথিওপিয়া সাবেলী নদীর উপর তাদের বাধ নির্মাণ করার কারণে আপনাদের

অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে এবং এটি এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান নিয়ামকগুলোর একটি।

সুতরাং হে আমার মুসলিম ভাইরা! সর্বত্র আপনাদের অভাবগ্রস্ত মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়ুন এবং নিজেদের মাঝে একই উম্মাহর ধারণাকে উজ্জীবিত করুন ও আপনাদের ভাইদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিন।

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, যিনি প্রকৃত অর্থেই উম্মাহর প্রতি দরদী ছিলেন, তিনি বলেন-

"আমাদের এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা উচিত, যা আমাদের সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলোর একটি এবং দুর্ভিক্ষ ও সাহায্য ঘাটতির এটাই হচ্ছে মূল কারণ যে, বিস্তৃত উম্মাহর অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার উপর আজ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভাব একেবারে জেকে বসেছে। আরব উপদ্বীপের অর্থভাণ্ডার গড়ে উঠেছে মুসলিমদের সম্পদ দ্বারা এবং মুসলিম ভূমির তেল প্রাপ্তির অধিকার শুধু মুসলিমদের জন্যই। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, মুসলিমরা যখন বন্যা, খরা, মহামারী, খাদ্য সংকটে ভুগছে এবং অবহেলার সম্মুখীন ও মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, ওদিকে মুসলিমদের সম্পদগুলো তখন অসাধুভাবে ও অনর্থক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সম্পদের অপচয় ঘটছে।"

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবায় আশ শাবাব মুজাহিদিন